R. N. No 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা স্থলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
১৩ই জুন, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে

ফ্যামিলি প্ল্যানিং ডিপার্টমেণ্টের কর্মীদের কর্ম্মে চরম শৈথিল্য

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ই জুন—জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালযুক্ত ফ্যামিলি প্ল্যানিং ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারীরা কে কখন হাজিরা দিচ্ছেন, কবে আসছেন বা আসছেন না ইত্যাদি বিষয়ে মেডিক্যাল অফিসার নাকি অবহিত নন।

আজ আমাদের প্রতিনিধি বেলা সাড়ে এগারোটার সময় হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারেন যে ফ্যামিলি প্লানিং ডিপার্টমেণ্টের ক্লার্ক-এ্যাকাউণ্টটেণ্ট কাম ষ্টোরকীপার মঞ্জুলা সেনগুপ্ত মাত্র একদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী গিয়েছেন। অথচ চার দিন হতে চলল তিনি কাজে যোগদান করেন নি। তাঁর দপ্তরের দায়িত্বে কে আছেন ঐ বিভাগের কোন কর্ম্মী জানেন না। তবে নাকি মঞ্জুলা দেবী তাঁর দপ্তরের দায়িত্ব ঐ বিভাগের বরুণ রায় নামে অপর একজন কর্ম্মচারীকে বিধিবহির্ভূতভাবে দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের প্রতিনিধি গিয়ে দেখেন যে, শ্রীরায় তখনও আসেন নি। যদিও অফিসে হাজিরা দেওয়ার সময় দশটায়! এদিকে বরুণ বাবুর কাছে ঐ ডিপার্টমেণ্টের আলমারির চাবি থাকায় অন্যান্য কর্ম্মচারীদের কাজে বাধা পড়ছে। আমাদের প্রতিনিধি এই মর্ম্মে অভিযোগ পান যে মঞ্জুলা দেবীর কাজে গাফিলতির জন্য চলতি মাসের বেতন ঐ ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মীরা নাকি এখনও পাননি। জনৈক চিকিৎসক অভিযোগ করেন—মঞ্জুলা দেবী ফ্যামিলি প্ল্যানিং ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মী এবং বিভাগীয় অফিসে তাঁর কাজ করা নিয়ম। কিন্তু এখানে নিয়ম কেউ মানেন না। মঞ্জুলা দেবী নিজের জেদে জেনারেল অফিসের চেয়ার দখল করে আছেন। তিনি ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসে না বসার জন্য মাঝে মাঝে রোগী ও চিকিৎসকদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্ম্মচারীরা নিজেদের খেয়াল-খুশিমত কাজে যোগদান করার জন্য দূরবর্ত্তী গ্রামের রোগীদের হয়রাণি বাড়ছে বই কমছে না।

ফ্যামিলি প্ল্যানিং ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মীদের কাজে গাফিলতির ব্যাপারে আমাদের প্রতিনিধি মেডিক্যাল অফিসার ও ফ্যামিলি প্ল্যানিং ডিপার্টমেণ্টের ইনচার্জ ডাঃ বাগ্চির দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোন সদ্ উত্তর পাননি।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

২৬,৬০০ টাকা লুঠ

নিমতিতা, ৫ই জুন—সামসেরগঞ্জ থানার লস্করপুর গ্রামের ফিডার ক্যানেলের কর্ম্মরত কনট্রাকটর এস, এন, মিত্র এণ্ড কোম্পানীর ক্যাম্পে গত ১লা জুন গভীর রাত্রে দুঃসাহসিক এক ডাকাতির খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, ঐ দিন রাত্রি ২টা নাগাদ প্রায় ৩০ জনের একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত ঐ কোম্পানীর ক্যাম্পে হানা দিয়ে কর্ম্মচারীদের মারধোর করে এবং ঘড়ি, আংটি, বোতাম, কাপড় চোপড় ও নগদ ৬ হাজার টাকা কেড়ে নেয়। পরে দুর্বৃত্তেরা

॥ স্পারের এসপার-ওসপার ॥

ফরাক্কা ব্যারেজ—জঙ্গিপুর মহকুমার গঙ্গার ভাঙ্গন বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে ভাঙ্গন রোধকল্পে গত ১৫ই এপ্রিল থেকে পাথরের ত্রিকোণ বাঁধ তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়েছে। ফরাক্কার ব্রাহ্মণগ্রাম-হাজারপুর, ধুলিয়ান, নিমতিতার কাছে দুর্গাপুর এবং ভাটিতে কুতুবপুর এলাকা আপাততঃ এই পরিকল্পনার অধীন। তত্ত্বাবধায়ক রাজ্য সরকারের সেচ দফতর। প্রয়োজনীয় পাথর অভাবে হয়ত আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সময়ে আরব্ধ কাজ শেষ নাও হতে পারে। যদি ইতিমধ্যে পাথর যোগান তরান্বিত না করা হয় তবে নূতন ২৬টির তৈরী আর পুরনো ২৫টির মেরামতি কাজ বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা। নূতনের প্রতিটির খরচা দু'লাখ তেত্রিশ হাজার টাকা আর পুরনো মেরামতির খরচা প্রতিটির একলাখ ছাব্বিশ হাজার টাকা ধরা হয়েছে।

ছিনতাইকারীর কবলে

ধুলিয়ান, ১১ই জুন—গত ৭ই জুন স্থানীয় বস্ত্র ব্যবসায়ী শান্তিকুমার জৈন এর কর্ম্মচারী হরেন্দ্রনাথ দাস (২৫) রাত্রি ৮টা নাগাদ ডাউন নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জারে কলিকাতা যাবার জন্য ঘোড়াগাড়ীযোগে ধুলিয়ান গঙ্গা ষ্টেশন যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘোড়াগাড়ীর অপর এক যাত্রী হরেন্দ্রনাথ দাসের ব্যাগটি তাঁর কাছ হতে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে হরেনবাবু তাকে বাধা দেন ফলে ছিনতাইকারীর উদ্যত ছোরায় তাঁর পেটে আঘাত লাগে। ছিনতাইকারী ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত শ্রীদাসকে প্রথমে জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে আনা হয় ও পরে ওখান থেকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। সেখানে তিনি গত ৯ই জুন মারা যান। ঘোড়া-গাড়ী চালককে পুলিশ এ ব্যাপারে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্ত চলছে।

সাবাস কৃষক

রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের অন্তর্গত গনকর গ্রামের শ্রীকালীকুমার চ্যাটার্জি এবার উচ্চ-ফলনশীল বোরো ধানের চাষ কোরে রেকর্ড পরিমাণ ফসল উৎপন্ন কোরেছেন। তিনি এক একর জমিতে জয়া জাতের বোরো ধান চাষ কোরে ৫১৩০ কেজি ধান পেয়েছেন। ইহাতে উক্ত এলাকার চাষীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়।

ক্যাসিয়ারকে ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ট্রাঙ্কের চাবি ছিনিয়ে নিয়ে ট্রাঙ্ক থেকে ২০ হাজার ৬০০ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

ঐ অঞ্চলে দুর্বৃত্তের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় এবং প্রশাসন কর্তৃপক্ষ প্রতিরোধ-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ফিডার ক্যানেলের কাজ বন্ধ হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

কাঁচা খাওয়ার অভ্যাস করুন

রন্ধনকার্যের জন্য আজকাল কাঠের ব্যবহার আর নাই বলিলেই হয়। শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে কাঠের জ্বালানী ব্যবহার করা হইত বেশী। গ্রামে বিভিন্ন গাছ যথা বট, পাকুড় প্রভৃতি কিছু না কিছু গৃহস্থের থাকেই। তাহা ছাড়া গ্রামে অনেক ঝোপ-বন হইতে বহু রকমের কাঠ সংগ্রহ করা সম্ভব। সুতরাং গ্রামে জ্বালানী হিসাবে কাঠ সহজলভ্য ছিল; ঘুঁটেও এদিক দিয়া অনেকখানি অভাব পূরণ করিয়া দিত।

কিন্তু কাঠের সহজলভ্যতা আজ আর নাই। কেন না, বনঝোপ কাটিয়া চাষের জমি, বসবাসের উপযোগী স্থান করা হইয়াছে বা হইতেছে; জ্বালানী কাঠের জন্য গাছ কাটার অনুপাতে গাছ জন্মাইতে পায় কম। সারের কারণে গোবর হইতে ঘুঁটে প্রস্তুত করা হইতেছে কম। তাই আজকাল জ্বালানীর জন্য পল্লীগ্রামেও কয়লার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। এক সময় ছিল, যখন পল্লীগ্রামের গৃহীণীরা কয়লায় রান্নার কাজ করিতে হিমসিম খাইতেন। এখন পরিস্থিতি অন্যরূপ হইয়াছে।

তাই কি গ্রামাঞ্চল, কি শহরাঞ্চল—সর্বত্র কয়লার ব্যাপক চাহিদা। বড় বড় শহরে গ্যাসের জ্বালানী ব্যবহার করা হয় বটে, তবে তাহা সীমিত ধনিকগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেই কয়লাই আজ 'কালো হীরা' হইয়া পড়িতেছে। এক বৎসরের মধ্যে কয়লার দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। সব জিনিসের দাম বাড়িতেছে, তাই কয়লা ব্যতিক্রম হইবে কেন? ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও বলা যায়, কয়লাখনি রাষ্ট্রায়াত্ত হওয়ার পর হইতে ইহার দাম লাফাইয়া লাফাইয়া বাড়িতেছে।

সম্প্রতি রাজ্যসরকারের পক্ষ হইতে এক মুখপাত্র সাফাই গাহিয়া বসিয়াছেন। তাহা হইতেছে যে, কয়লার দাম বাড়িবার কোন যুক্তি নাই। যুক্তি নাই ঠিকই, ক্রেতারা ডিপোতে কয়লা কিনিতে গিয়া মুখ ময়লা করিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহারা বেশী দাম দিয়া কয়লা সংগ্রহে বাধ্য হইতেছেন। শুনিতেছি যে, কয়লার সরবরাহ কমিয়াছে; তাই দাম বাড়িয়াছে। চাহিদা-যোগান-মূল্যের সূত্র আমরা বুঝি। সরকারীস্তরের ঘোষণা—মূল্যবৃদ্ধি অযৌক্তিক, আবার ক্রেতা শুনেন, যোগান কম। যোগান যাহাতে সুষ্ঠু হয়, তাহার জন্য কি সরকারের কিছু করণীয় নাই? সরকার কি দেখিয়াছেন অসাধু ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করিয়া লাভের পাহাড় গড়িয়া তুলিতেছে কিনা?

একে ত কয়লাতে বালি ও পাথর মিশাইয়া ওজনকে যথেষ্ট ভারী করা হয়। গুঁড়ায়-বালিতে-পাথরে-কাঁচায় মিশান রান্নার কয়লা অতিরিক্ত দর দিয়া কিনিয়াও ব্যবহারযোগ্য বস্তু যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে চক্ষু চড়কগাছ হইবার কথা। হয়ত বা একদিন উপদেশামৃত শুনিতে পাওয়া যাইবে: যথাসম্ভব কাঁচা খাওয়ার অভ্যাস করুন। ক্রমবিবর্তনের ধারায় আবার সেই পথে আমরা যাইতেছি কিনা কে জানে?

খাদ্য ও খাদকে প্রীতি কভু না সম্ভবে

ছিল এক বলীবর্দ্দ, ভারী মর্দ্দ; শিব ঠাকুরের এঁড়ে।
গায়ের জোরে দড়ি ছিঁড়ে গেল কৈলাস ছেড়ে॥
নন্দী-ভৃঙ্গী, শিবের সঙ্গী কর্‌ল কত মানা।
ঘাস দেখাল, খৈল দেখাল, দিল ভুষি-দানা॥
তাজা ঘাস খাবার আশ আছে তাহার মনে।
হন্‌হনিয়ে, শিং নাড়িয়ে ঢুকলো গহন বনে॥
সেই বনে রয় বাঘ মহাশয় বুদ্ধি ভারী খল।
(তবু) ষণ্ড স্কন্ধ ভঙ্গ করে, নাইকো এমন বল॥
দেখি ষণ্ড ব্যাঘ্র ভণ্ড জুড়িল ভণ্ডামি।
বলে, 'আমি বনের রাজা, মন্ত্রী হলে তুমি'॥
লোভে পড়ে বাঘের ঘরে ঢুকল ষণ্ড ভুলে।
আড়াই দিনের সখ্য হ'ল ষাঁড়ে ও শার্দ্দূলে॥
পেয়ে বাগ জংলা বাঘ মারে ঘাড়ে থাবা।
বাঁকিয়ে ঘাড় বলছে ষাঁড়, 'কি হল রে বাবা'॥
দরদরিয়ে রক্ত পড়ে, বাহির হল জিভ।
গহন বনে বাহন মরে, রাখ বুড়ো শিব॥

—দাদাঠাকুর

পুরাতনী

সম্পাদনা : মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

আদিম ভাষায় পুরস্কার

সম্প্রতি রামপুরহাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু তারকনাথ রায় মহাশয় সাঁওতালী ভাষার পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হওয়ায় ১০০০৲ টাকা সরকারী পুরস্কার পাইবেন। জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্‌সেফ বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছোটনাগপুরে কর্মরত থাকাকালে মুণ্ডারী ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০০০৲ টাকা পুরস্কার পান। তারকবাবুর ছাত্রজীবনে বামনদাস বাবু তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। আদিম ভাষায় ছাত্র ও অধ্যাপকের কৃতিত্বে আমরা আনন্দিত।

জঙ্গিপুর সংবাদ
১/১২/১৩২৩, ইং ১৪/৩/১৯১৭

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

মাদ্রাসা সংবাদ

মহাশয়,

১৯৭৩ সালের ১৮ই মে সকাল ৮ ঘটিকায় মালদহ জেলার জেলা স্কুল পরিদর্শক শ্রীব্রজরাখাল ব্যানার্জী সরকারী জীপযোগে জঙ্গিপুর হাই মাদ্রাসায় এসে উপস্থিত হন। এই অপ্রত্যাশিত আগমনে লোকের মনে এক কৌতূহল ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মাদ্রাসার লিচু বাগানের প্রায় ৪ হাজার টাকা আত্মসাতের পিছনে এক সময় উক্ত জেলা স্কুল পরিদর্শক ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জড়িত ছিলেন। তদানীন্তন এ্যাড্‌মিনিসট্রেটরের আমলে উক্ত প্রধান শিক্ষক প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করেছেন তার প্রমাণ ও তথ্যাদি দেখা যায়। জনসাধারণের সহযোগিতায় এ্যাড্‌মিনিসট্রেটর নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ ও তথ্যাদিসহ স্থানীয় থানায় কেস করেন। প্রধান শিক্ষক সাহাদাত হোসেন ও জেলা স্কুল পরিদর্শক বাঁচার জন্য বাঁকা পথ ধরেন। চক্রান্তে কেসটার ফাইন্যাল রিপোর্ট হয়ে যায়। কিন্তু মহামান্য বিচারক কেস এর গুরুত্ব বুঝে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ট্রায়াল-এ দিয়ে দেন। এবার মাসতুতো ভাইয়েরা আর এক পরিকল্পনার আয়োজন করেছেন গত ১৮ই মে মাদ্রাসার অফিস ঘরে চুপে চুপে সকলের অজান্তে। এ খবর মাদ্রাসার বর্ত্তমান পরিচালকমণ্ডলীর একজন ছাড়া আর কেউ জানেন না।

আবদুর রহমান, গোফুরপুর

"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও ইঁট বইছে—আর কতই বা দেখবো"

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার সেরপুর গ্রামের একটি পাকা হাই স্কুল নির্মাণের কাজ কিছু-দিন হ'ল আরম্ভ হয়েছে। এই নির্মাণ কাজে স্থানীয় ছাত্রদের সঙ্গে এসে হাত মিলিয়েছেন কোলকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্ররা। তাঁরা এসেছেন অধ্যাপক গিয়ার্ড্‌ বেকন্স এবং পেট্রিক ওয়ালসের নেতৃত্বে। সুদূর গ্রামাঞ্চলে কোলকাতা শহরের একটি অভিজাত শ্রেণীর কলেজের ধনী ঘরের ছেলেদের এই কাজ গ্রামবাসীর মনে রীতিমত বিস্ময় সৃষ্টি করেছে বলা চলে। অধ্যাপক ওয়ালস্ ও বেকন্সের নেতৃত্বে ছাত্ররা সুশৃঙ্খলভাবে রোদ, বৃষ্টির মধ্যে কায়িক শ্রমের যে কাজ করছেন অনুসন্ধানে জানা যায় যে সেই কাজের দরুণ আট হাজার টাকার মত সাশ্রয় হবে। স্কুল ঘরটি নির্মাণ করতে খরচ হবে মোট আশি হাজার টাকা।

ছাত্রদের এই স্বেচ্ছাশ্রমে সেদিন মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক শ্রীরথীন্দ্রনাথ দে, আই, এ, এস এবং কান্দী মহকুমা শাসক শ্রীআর, কে, গাঙ্গুলী ছাত্র এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে যখন সেই কাজে হাত লাগালেন, তখন সত্যই বিস্মিত গ্রামবাসী তা দেখার জন্য দলে দলে হাজির হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলে উঠলেন —"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও ইঁট বইছে, আর কতই বা দেখবো!"

জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

(২৯)

নাট্য আন্দোলনের ৭ম পর্ব যদিও ১৯৫৮ সালে "এরাই মানুষ" নাটক দিয়ে শুরু হয় তবুও এর মাঝে কালু দাসের পরিচালনায় "রায়গড়" নাটক তুলসী-বিহার বাটীতে অস্থায়ী সিনেমা মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় এবং স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যে জমিদার বাটীতে "টিপু সুলতান" দুই রাত্রি অভিনীত হয়। এবারে টিপু সুলতান নাটকের ভূমিকালিপি পরিবর্ত্তন করতে হয়। টিপু গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, নানাফাড়নাবীশ বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়, মঁসিয়ে লালি কালু দাস, রুণী বেগম নরেন রায়। এই নরেন রায় বর্ধমানে রুণী বেগম করে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেন ও সেখানকার পরিচালক আমাদের সংস্থার প্রশংসা করেন।

তা পর ১৯৫৮ সালে ডিসেম্বর মাসে "এরাই মানুষ" আমার পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকখানি দেশবন্ধু পাঠাগারের প্রযোজনায় অভিনীত হয়। নাটকের অভিনয় প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত জমজমাট হয়ে ওঠে, গতিও কোনখানে শ্লথ হয়ে যায়নি। আগেই বলেছি নাটকের মূল জিনিস হচ্ছে গতি। এই গতি ঠিকভাবে ধরে রাখতে না পারলে এবং ঘোষিত সময়ে নাটক আরম্ভ করতে না পারলে নাটক ঝুলে যায়। আমাদের এই নাটক ৬৷৹ টায় আরম্ভ হয়, রাত্রি ৯৷৹ টায় শেষ যবনিকা পড়ে ফলে দর্শকদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেনি। নাটকের ভূমিকালিপি ছিল—"দাশু পাগলা" বিশ্বপতি "বিশ্বনাথ" আমি, "কালীরাম" রাধাশ্যাম, "কমল" কালু দাস, জয়হিন্দের "মিন্টুর" ভূমিকা চমৎকার হয়েছিল। অনন্ত দাশুর ভূমিকায় প্রফুল্ল বন্দ্যো ও ভণ্ডুলের ভূমিকায় ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিটি চরিত্র টাকার মত টং টং করে বাজছিল। জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এই নাটকখানি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে দেখেছিলেন। তিনি আমাদের নাটক দেখে গ্রীনরুমে এসে বললেন কলিকাতা মঞ্চে কেবল "দাশু"র অভিনয় প্রাধান্য পায় কিন্তু এই অভিনয়ে সকলেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নাটকের দু'দিন পূর্বে ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় বিলেত থেকে ফিরে এসে ১ দিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে সুন্দর অভিনয় করে।

(৩০)

১৯৫৯ সালে বহরমপুরে একাংক নাট্য প্রতিযোগিতায় আমাদের সংস্থা যোগদান করে। কিরণ মৈত্রের "নবজন্ম" নাটক আমরা অভিনয় করে ২য় স্থান অধিকার করি। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে নাটকটির ৮টী চরিত্রের মধ্যে ৫টিতে আমাদের ফ্যামেলী'র শিল্পীরা যোগদান করে। সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন বিচারক ছিলেন। তিনি বলেন, এঁদের অভিনয় দেখে মনে হল এঁরা একটী ফ্যামেলী থেকেই নাটক করতে পারেন। রবীন্দ্র রঙ্গমঞ্চ উদ্বোধনের সময় তিনি এখানে এসে ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করেন। বিশ্বেশ্বর লালা, মণি ডাঃ ও বিশ্বপতি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা অর্জ্জন করে। বহরমপুরে ২য় বার জঙ্গিপুর কলেজ "সরাইখানায় একরাত্রি" অধ্যাপক মোহিত বাবুর পরিচালনায় অভিনয় করে প্রথম স্থান লাভ করে। ১৯৬০ সালে বিধায়ক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মঞ্চ সাফল্য নাটক "ক্ষুধা"র অভিনয় করি তুলসীবিহার বাটীস্থ রঙ্গমঞ্চে। সুন্দর নাটক, যেমন সংলাপ, তেমনি নাটকীয় পরিস্থিতি। প্রকৃত টিম ওয়ার্ক এর উপর এর সাফল্য নির্ভর করে। এই নাটকে সদা, গজা ও রমা বিশ্বপতি, সুশীল কমপাউণ্ডার ও কালু দাস সুন্দর অভিনয় করে। দাদুর ভূমিকায় আমি ছিলাম। গগন গড়াই ও জনৈক ডাক্তারের ভূমিকা মণি ডাক্তার সুন্দর করে, বিশেষতঃ "গগন গড়াই" এর ভূমিকা অপূর্ব। বাড়ীওয়ালার ভূমিকায় বিশ্বেশ্বর লালার অভিনয় চমৎকার হয়েছিল। বৌদি প্রভার ভূমিকায় রঞ্জিত বাবু ও মানবীর ভূমিকায় শুভাংশু চক্রবর্ত্তী (ফিকু) ভাল অভিনয় করে। নার্সের ভূমিকায় আদর, তার এই প্রথম মঞ্চাবতরণ। জনৈক বাঙ্গাল ও তার স্ত্রীর ভূমিকায় প্রফুল্ল বন্দ্যো ও যাদব দর্শকের মনে হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়। ভিখারিণী বালিকার ভূমিকায় মৈত্রী চ্যাটার্জী ও বাবুয়ার ভূমিকায় সন্টু চরিত্রোপযোগী অভিনয় করে। স্বাস্থ্যান্বেষী হাওয়া খোরের ভূমিকায় ছকড়িলাল সাহাকে সুন্দর মানিয়েছিল। তাছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় ছিল অরিন্দম পণ্ডিত, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই নাটক দর্শকদের খুব ভাল লেগেছিল। জনৈক দর্শক এই নাটক দেখে মন্তব্য করেন—"কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের আলো ও যন্ত্র-সঙ্গীতের সাহায্য পেলে এদের নাটক আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।" ক্ষুধার পর নানা কারণে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নাটক ধরা হয়নি। তবে রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা 'দুই পুরুষ' নাটক অভিনয় করে। আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে। দেশবন্ধু পাঠাগারের বার্ষিক উৎসবে বিষ্ণু সরস্বতী মহাশয় বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বনফুল) মহাশয়কে সভাপতি করে নিয়ে আসেন। সেই উপলক্ষ্যে ২ খানি নাটক অভিনীত হয়। অমল গুপ্ত মহাশয় তখন এখানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (২য় অফিসার) ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের "বৈকুণ্ঠের খাতা" ও আমার পরিচালনায় "রাজসিংহ" অভিনীত হয়। বৈকুণ্ঠের খাতায় মণি ডাক্তারের ও জ্ঞানবাবু উকিলের অভিনয় চমৎকার হয় কিন্তু "রাজসিংহ" জমেনি।

নাট্য আন্দোলনের ৭ম পর্ব এইখানেই শেষ।

(ক্রমশঃ)

॥ চারমিনার বন্ধ ॥

ফরাক্কা ব্যারেজ—চারমিনার বন্ধ। এখানকার আর পাশের বাজারে চারমিনার দুষ্প্রাপ্য। আবার নির্দ্ধারিত দাম থেকে কিছু বেশী ধরে দিলে চোখের ধোঁয়াশা কেটে যাচ্ছে। সংবাদ, রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী জনৈক চাঁদ সওদাগরী প্রতিষ্ঠান গাছে উঠিয়ে মই টেনে নিয়েছেন। পাশের মালদহে প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে। এখানে কেন মিলছে না তার সদুত্তর নেই। একটু তলিয়ে দেখলে ভিন্ন চিত্র।

ব্যবসার প্রধান অঙ্গ জনসাধারণকে ফ্যাসাদে ফেলে তাক বুঝে দু'পয়সা হাতান। অতদূর পৌছাবে কিনা জানি না তবুও সংশ্লিষ্ট ওয়াজির সুলতান টোব্যাকো কোংর খাস প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি খোঁজ নেয়ার জন্য সরজমিনে। মাঝ পথে এসে পথ পরিবর্ত্তন যেন না করেন।

গণমিছিল, গণঅভিযান, ডেপুটেশন, বিক্ষোভ

সাগরদীঘি, ১১ই জুন—আর, এস, পি-র নেতৃত্বে আজ বি, ডি, ও অফিসে বিরাট এক গণমিছিল খাদ্য চাই, বেকারদের কাজ চাই, মিসা আইন প্রত্যাহার কর ইত্যাদি পাঁচ দফা দাবি। সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করে। গণমিছিল আহ্বান করেন সাগরদীঘি থানা সংযুক্ত কিষাণ সভার সম্পাদক জয়চাঁদ দাস এবং আর, এস, পি সম্পাদক অশোক চ্যাটার্জী।

ক্ষেত-মজুরদের ন্যায্য মজুরী দিতে হবে, কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলে নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং গমের পাইকারী ব্যবসা নিষিদ্ধ করার ঘোষণাকে কার্য্যকর করতে হবে, কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি সাত দফা দাবিতে গত ৯ই মে সি, পি, আই এর নেতৃত্বে সাগরদীঘি ব্লকে গণ-অভিযান চালানো হয় এবং স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, সি, পি, আই এর জেলাভিত্তিক গণঅভিযান ৫ই জুন থেকে ১১ই জুন পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন ব্লকে চালানো হয়েছে। আগামী ১৮ই জুন থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ঘেরাও করা হবে। আন্দোলনের শেষ পর্য্যায়ে আগামী ৩০শে জুন বহরমপুরে জমায়েত, জনসভা এবং জেলা-শাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হবে বলে ঐ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

গত ৪ঠা জুন এই থানার ধলসা এবং পানীহা গ্রামের একদল গ্রামবাসী রাস্তার দাবিতে বি, ডি, ও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। ঐ গ্রাম দুইটির মধ্যে যোগাযোগকারী সরাসরি কোন রাস্তা না থাকায় গ্রামবাসীদের আবেদনের পর টি, আর স্কীমে এক মাইল রাস্তাটি অনুমোদন লাভ করে দুই হাজার টাকা ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়। রাস্তা তৈরী করতে গিয়ে কিছু জমি চলে যাবে—এই আবেদন জানিয়ে ডাঙ্গরাইল গ্রামের মণি রায় থানায় এবং ব্লকে দরখাস্ত করেন। ফলে ব্লক কর্ত্তৃপক্ষ রাস্তার কাজ স্থগিত রাখেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঐ গ্রাম দুইটির মধ্যে সরাসরি কোন রাস্তা না থাকায় পাঁচ মাইল ঘুরে গ্রামবাসীদের যাতায়াত করতে হয়।

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

চলচ্চিত্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে রাজ্য মন্ত্রিসভায় চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষৎ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ক্ষেত্রবিশেষে চলচ্চিত্রই 'চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্'-এর পথ খোলসা করে কিন্তু।

*　　*　　*

একটি শ্যাম্পু—'গ্লস এন গ্লো'
—বাহার যাবে খুলে, ধরবে চুলে গ্লো।

*　　*　　*

প৷শ্চিমবঙ্গের জনগণকে জানান হয়েছে যে, রাজ্য-কংগ্রেসে 'সব ভুল-বোঝাবুঝি ও পার্থক্যের পুরোপুরি সমাধান হয়েছে।'

—'দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ' আর 'সবার পরশে পবিত্র করা' রাজনীতিনীরে বাংলা মায়ের গাত্রদাহ নিশ্চয়ই জুড়োবে।

*　　*　　*

দেশী, বিদেশী সব রকমের ব্যাংকেই হিসাব খুলতে যে কোন ভারতীয় ভাষায় সই গ্রাহ্য হবে বলে খবর।

—অভারতীয় ব্যাপারের অবসানকল্পে একটি যুত-সই পদক্ষেপ।

*　　*　　*

শ্রীদাসমুন্সির মতে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী নেতাদের মতবিরোধ খবরের কাগজে যা পড়া যায় 'তা সব সত্য নয়।'

—'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।'

বিদায় সম্বর্দ্ধনা, নাট্যানুষ্ঠান

অরঙ্গাবাদ, ৬ই জুন—গত ৪ঠা জুন নিমতিতা রেলষ্টেশন সংলগ্ন মাঠে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণ বিদায়ী স্যানিটারী ইন্সপেক্টর শ্রীশিবশংকর ঘোষকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানান এবং দফাহাট মাতৃসংঘ দুইখানি নাটক মঞ্চস্থ করেন। শ্রীঘোষ একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও নাট্যামোদী অভিনেতা ছিলেন বলে তাঁর বিদায়কে স্মারক হিসেবে রাখার জন্য নতুন একটি রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অরঙ্গাবাদ এম, বি, এম কোম্পানীর অন্যতম ডাইরেক্টার শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস এবং ভাষণ দেন অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ডাঃ সুধাংশুশেখর সরকার প্রমুখ।

সম্প্রতি সাগরদীঘি থানার জিনদীঘি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকবৃন্দ বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের 'ক্ষুধা' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। আশিস মজুমদার, নুরুজ্জামান, মোঃ আবুল খায়ের, অনিতা চ্যাটার্জী এবং দীপা ভট্টাচার্য্যের সাবলীল অভিনয় দর্শকমনে যথেষ্ট রেখাপাত করে।

ঘোড়াগাড়ী চালকদের ব্যবহারে যাত্রীরা ক্ষুব্ধ

ধুলিয়ান, ১০ই জুন—সম্প্রতি এই শহরের যাত্রীসাধারণ ঘোড়াগাড়ী চালকদের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। গত ২৮শে মে সকাল থেকে ট্রাকচালক ও ঘোড়াগাড়ী চালকদের মধ্যে যাত্রীচলাচলকে কেন্দ্র করে বচসা চলে এবং ধুলিয়ান ডাকবাংলা মোড় থেকে পাকুড় পর্যন্ত সমস্ত যানবাহন বন্ধ হয়ে যায় ফলে যাত্রীসাধারণকে অশেষ দুর্গতির সম্মুখীন হ'তে হয়।

ইদানিং ঘোড়াগাড়ী চালকদের অভদ্র আচরণ, স্বল্প দূরত্বের যাত্রী পরিবহনে বিমাতৃসুলভ মনোভাব, মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া আদায় ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাত্রীসাধারণ ঘোড়াগাড়ী চালক ইউনিয়নের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে চলাফেরার সুযোগ দানের আশা করছেন।

পরলোকগমন

ধুলিয়ান, ৩রা জুন—গত ২রা জুন স্থানীয় মুরলীধর গুপ্ত মহাশয় ৭৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার পুত্র ও এক কন্যা রেখে গিয়েছেন। মুরলীধর বাবু বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

একটি শুভ প্রচেষ্টা

বাহাগলপুর, ২রা জুন—সরকার অনুমোদিত পল্লী পাঠাগার এবং নৈশ বিদ্যালয় চালু করার উদ্দেশ্যে গত ২৭শে মে বাহাগলপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মহঃ গুনুরুদ্দিন সেখের সভাপতিত্বে এক সভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় ১৭ জন সদস্য নিয়ে একটি কার্য্যকরী কমিটি গঠন করা হয় এবং নৈশ বিদ্যালয় ও পল্লী পাঠাগারের নামকরণ করা হয় যথাক্রমে 'বয়স্ক নৈশ বিদ্যালয়' এবং 'অরবিন্দ পল্লী পাঠাগার।' এই সপ্তাহে পাঠাগারের শুভ উদ্বোধন করা হবে।

কলিকাতা—দিল্লী—কলিকাতার ফলশ্রুতি ঃ

ভাত বেগরে মরতে হবে

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ই জুন—জঙ্গিপুর পৌর এলাকার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ আজ একই চিন্তার সম্মুখীন, 'এবার ভাত বেগরে মরতে হবে।' খোলা বাজারে চাল দুষ্প্রাপ্য, দর আকাশ ছোঁয়া, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। এদিকে রেশনে অকস্মাৎ চাল ১২০০ গ্রাম থেকে কমতে কমতে ৩০০ গ্রাম আতপে এসে নেমেছে। কারণ অজ্ঞাত। খাদ্য সরবরাহ বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা গেল ট্রেড এ্যাকাউন্টে চাল নাই। কিন্তু অনুমোদিত পাইকারী বিক্রেতাদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা যাচ্ছে এক মাসের মত চালের মজুত তাঁদের কাছে আছে। মজুত থাকলেই তো পেট ভরবে না, যদি বণ্টন না করা হয়। সে কারণেই খেটে খাওয়া মানুষের মুখে একই আওয়াজ—এবার ভাত বেগরে মরতে হবে। এর রহস্য কে উদ্ঘাটন করবে? জেলা-শাসকের এ সম্বন্ধে করণীয় কি কিছুই নাই?

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত